দৈনিক সংবাদ 21

তারিখ ... 11.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 1. কলাম 7 ...

বাংলা ভাষা প্রচলন কোষ—২

সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহার না করলে শাস্তির বিধান আছে

।। কাশেম হুমায়ুন
শওকত মাহমুদ ।।

সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচী দু'বছর ধরে কর্মসূচীই হয়ে আছে।

সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন কোষ ১৯৮৪'র ফেব্রুয়ারীতে 'সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচী প্রথম পর্যায়' প্রকাশ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তা পালনের নির্দেশ দিয়েছিল।

কর্মসূচীর নির্দেশমালায় বলা হয়েছে, "এখন থেকে মন্ত্রী/সচিবের নিকট পাঠানো নথিতে বাংলায় নোট লিখতে হবে। ইংরেজীতে লেখা হলে তা বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।" কিন্তু নোট ইংরেজীতেই লেখা হচ্ছে এবং সেগুলো গৃহীতও হচ্ছে। আরো আছে, নথিপত্রে বাংলা ব্যবহার না করা শৃংখলা ও আপীলবিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বলে গণ্য হবে। কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রশাসনিকসূত্রে জানা গেছে এমন অসদাচরণে কাউকে দায়ী করার ঘটনা স্মরণ করা যাচ্ছে না। আন্তঃ বিভাগীয় চিঠি বাংলায় লেখার নির্দেশ পালিত হচ্ছে কমই। সরকার কর্তৃক গঠিত ও অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত সকল প্রকার কমিটি বা কমিশনের রিপোর্ট বাংলায় প্রণীত হবে বলে যে নির্দেশ রয়েছে, তা মান্য করার নজির কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উড়িরচর সহ উপকূলীয় এলাকায় '৮৫-র মে মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যে উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্ট ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল।

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

বাংলা ভাষা প্রচলন কোষ

(১ম পাতার পর)

অনেক বৈঠকের কার্যবিবরণী ইংরেজীতে রচিত হয়। নির্দেশমালায় রয়েছে; 'এখন থেকে বাংলাদেশের সকল অফিসের সাইনবোর্ড ও কর্মকর্তাদের নামফলক বাংলায় লিখতে হবে।' এ নির্দেশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালিত হলেও সচিবালয়ে খাদ্য সচিবের নামফলকটি বাংলা ভাষার স্পর্শবিহীন। টিএণ্ড টি বোর্ড টেলিগ্রাম, টেলেক্স ইত্যাদির বোর্ড দু'বছরের মধ্যে বাংলায় রূপান্তরের কাজ সম্পাদন করার নির্দেশটি পালনের কোন পদক্ষেপ নেই।

বাস্তবায়ন কোষের সুপারিশমালায় বলা হয়েছে, অফিস আদালতের কাজে বাংলা ভাষা চালু করতে গেলে মন্ত্রী/উর্ধতন কর্মকর্তা পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে করতে হবে। উচ্চ পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার কম হয় বলে বাংলা ভাষার প্রচলন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কথা এখনও প্রযোজ্য।

আরো বলা হয়েছে, আন্তঃ বিভাগীয় কোন চিঠি ইংরেজীতে লেখা হলে প্রাপক তা' আদৌ গণ্য করবেন না। কিন্তু গণ্য করা হচ্ছে।

কর্মসূচী প্রণয়নের প্রসঙ্গ কথায় বলা হয়েছে, নীতি নির্ধারণের অভাবের জন্য বাংলা প্রচলনে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের নির্দেশ থাকা সত্বেও সবস্তরে বাংলা চালু না হওয়ার কারণ হিসেবে কিছু সংখ্যক সরকারী আমলার বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা, ইংরেজী ভাষার প্রতি গতানুগতিক মোহ বা বাংলার প্রতি বিরূপ মনোভাবকে কেউ কেউ দায়ী করে থাকেন। কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলা ভাষা ব্যবহারে অনিচ্ছুক, এটা বলা বাহুল্য মাত্র। বাংলায় ভাব প্রকাশের রীতি আয়ত্ত করতে যে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তাতে অনিচ্ছাই এর কারণ। তাদের এই মনোভাব দূর করার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশ প্রয়োজন।